দৈনিক জনকণ্ঠ

খুলনা ভার্সিটিতে চলছে শোকজ আতঙ্ক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তটস্থ ॥ ৩ জন সাময়িক বরখাস্ত

স্টাফ রিপোর্টার, *খুলনা অফিস*

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন শোকজ আতঙ্ক চলছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সবাই তটস্থ। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মন জয় করতে পারা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভালই আছেন। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে 'অবাধ্য' কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এক একজ একাধিকবার শোকজন নোটিস পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে তিন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ইতোমধ্যে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। সিন্ডিকেটের জরুরী বৈঠক ডেকে একাধিকবার শোকজ নোটিস পাওয়া প্রধান প্রকৌশলীকে বরখাস্ত করার ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, প্রতিহিংসাবশেই কি এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা? এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, দুর্নীতি, অদক্ষতা ও কর্তব্যে গাফিলতির জন্য প্রধান প্রকৌশলী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। ৬ আগস্ট সিন্ডিকেটের জরুরী বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উপপ্রধান প্রকৌশলীকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, ছাত্রী হলের সম্প্রসারণ কাজের এস্টিমেট তৈরিতে প্রধান প্রকৌশলী চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন। প্রথমে এই কাজের ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪৫ লাখ ২১ হাজার টাকা। পরবর্তীতে প্রধান প্রকৌশলী এই ব্যয় ৭৮ লাখ ৮৮ হাজার টাকা হবে বলে উল্লেখ করেন। প্রস্তাবিত ব্যয়ের অর্থে বড় ধরনের পার্থক্য কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় দুর্নীতির পর্যায়ভুক্ত। এ কারণে ৫ আগস্ট প্রধান প্রকৌশলীকে শোকজ করা হয়। ৬ আগস্ট বেলা ১২টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়। তিনি যথাসময়ের মধ্যে জবাব দেন। ওই দিন বিকাল ৫টায় সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় বিষয়টি আলোচনা করে শাস্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র মতে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রধান প্রকৌশলীর ওপর দু'টি কারণে ক্ষিপ্ত ছিলেন। এক. তিনি আওয়ামী আমলের ভিসির বেশ অনুগত ছিলেন এবং দুই. সে সময়ের নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটির তিনি প্রধান ছিলেন। সরকার পরিবর্তনের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসন তাঁকে দেখে নেয়ার পথ খুঁজছিলেন– যে কারণে ঠুনকো অভিযোগে তাঁকে আগেও তিনবার শোকজ করা হয়েছিল। চতুর্থবারের শোকজ শেষে তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। ইতোপূর্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিভাগের সেকশন অফিসার শেখ শাহাদাত হোসেন এবং কম্পিউটার সায়েন্স ডিসিপ্লিনের ল্যাব সহকারী আওরঙ্গজেবকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রশাসন দায়িত্ব পাওয়ার পর তিন শতাধিক শোকজ নোটিস ইস্যু হয়েছে, পেয়েছেন শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী।

প্রতিহিংসাবশেই কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা? প্রশাসনে ক্ষোভ

নির্ভরযোগ্য সূত্রটি মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় এক কর্মকর্তা তাঁর অফিসে বসে খুবই খারাপ ভাষায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গালাগালি দেন। তাঁর বিরাগভাজন কর্মকর্তা-কর্মচারীর জোটে শোকজ নোটিস। একদিন নির্ধারিত সময়ে তাঁর বাসায় গাড়ি না পৌছানোর কারণে পরিবহন কর্মকর্তাসহ আরও অনেকে শোকজ নোটিস পেয়েছেন। তাঁর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ করার জন্য এডহক ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষককে নিয়োগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে হাজার হাজার দরখাস্তকারীর ভিড় থেকে সেই এডহকে নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও করা হয়েছে পক্ষপাতিত্ব। মেধা ও ফলাফল বিবেচনার পরিবর্তে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা-আনুগত্য বিচার করেই নিয়োগ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পৃষ্ঠা ১২ কলাম